বাংলাদেশ বিষয়াবলি

অনলাইন ক্লাস- ০১

১৯০৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

রচনায়

ফারুক আহমেদ

অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজার, বিসিএস কনফিডেন্স

পরিচালনায় : বেলাল আহমেদ রাজু

Corporate Office : 25/b, Indira Road, (2nd Floor), Farmgate, Dhaka
Mobile : 01972101514 / 01973101507 / 01922101536
Fb Page : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju/
FB Group : https://www.facebook.com/groups/bsc.confidencectg/

১. বঙ্গভঙ্গ

১. **লর্ড কার্জন :** ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং ১৯০০ সালে বাংলা ভাগ করবেন বলে ঘোষণা দেন।

২. **ঢাকায় লর্ড কার্জন :** ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ লর্ড কার্জন ঢাকায় আসেন কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করার জন্য। ১৯০৮ সালে কার্জন হলের নির্মাণকাজ শেষ হয়।

৩. **বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা :** জুলাই ১৯০৫ লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেন।

৪. **বঙ্গভঙ্গ কার্যকর :** অক্টোবর ১৯০৫ লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন।

৫. **নতুন প্রদেশ :** বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকায়।

৬. **নতুন প্রদেশের শাসক :** পদবি করা হয় লে. গভর্নর। ১৯০৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯১১ সাল পর্যন্ত দুজন লে. গভর্নর নিযুক্ত হন।
প্রথম : স্যার বেম্পফিল্ড ফুলার– ১৯০৫-১৯০৬;
দ্বিতীয় : ল্যান্সলট হেয়ার– ১৯০৬-১৯১১;

৭. **রবীঠাকুর :** বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'আমার সোনার বাংলা' রচনা করেন।

৮. **ক্ষুদিরাম বসু :** ম্যাজিস্ট্রেট চেম্পসকোউকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আগস্ট ১৯০৮ বিহারের মোজাফফরপুরে ফাঁসি দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

৯. **বঙ্গভঙ্গ রদ :** ডিসেম্বর ১৯১১ রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

১০. **বঙ্গভঙ্গকালীন ভাইসরয় :**
প্রথম : লর্ড কার্জন– ১৮৯৯-১৯০৫;
দ্বিতীয় : লর্ড মিন্টো– ১৯০৫-১৯১০;
তৃতীয় : লর্ড হার্ডিঞ্জ– ১৯১০-১৯১৬;

১১. **বঙ্গভঙ্গের ফলাফল : মুসলিম লীগ গঠন :** ডিসেম্বর ১৯০৬ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলীগ লীগ গঠিত হয়।

১২. **বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল :** রাজধানী স্থানান্তর : বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে নিয়ে যায়।

২. লক্ষ্ণৌচুক্তি

১৯১৬ সালে উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে এই চুক্তি হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম লীগকে কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, যা মুসলিম লীগের জন্য বড়ই প্রয়োজন ছিল।

৩. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

রাওলাট এ্যাকট এবং জেনারেল ডায়ারকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োগের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃৎসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ব্রিটিশ বাহিনী সমাবেশে গুলি চালালে ১০০০ ভারতীয় নিহত হন। একে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বলে। এর প্রতিক্রিয়ায় রবীঠাকুর ব্রিটিশ প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

৪. খেলাফত আন্দোলন

তুর্কি খেলাফত অব্যাহত রাখার জন্য ভারতীয় মুসলিম লীগ ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন ঘোষণা করে, তা খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। সেপ্টেম্বর ১৯১৯ মুসলিম লীগ এ আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। কিন্তু তুরস্কের শাসক মোস্তফা কামাল পাশা ১৯২৪ সালে খেলাফত বিলুপ্ত করলে ভারতে মুসলিম লীগ খেলাফত আন্দোলন বন্ধ করে দেয়।

৫. অসহযোগ আন্দোলন

ভারতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করে। আগস্ট ১৯০৫ কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ফেব্রুয়ারি ১৯২২ উত্তর প্রদেশের চৌরাচৌরি থানায় ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটলে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

6.Bengal Pact

১৯২৩ সালে মুসলিম লীগ নেতা শেরে বাংলা এবং স্বরাজ পার্টি নেতা দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা Bengal Pact নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে স্বরাজ পার্টি ভারতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

৭. ভারত শাসন আইন ১৯৩৫

এই আইনের মাধ্যমে ভারতে প্রথম স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়।
এই আইনের মাধ্যমে সারা ভারতকে ১১টি প্রদেশে ভাগ করা হয়।
এই আইনের মাধ্যমে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন করা হয়।
উচ্চকক্ষ– রাজ্যসভা,
নিম্নকক্ষ– লোকসভা,

প্রতিটি প্রদেশের আইনসভার নাম করা হয় বিধানসভা। এই আইনের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রথম নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনের পর কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলার নেতৃত্বে কৌয়ালিশন সরকার গঠন করা হয়। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।

৮. লাহোর প্রস্তাব

২৩ মার্চ, ১৯৪০ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগ নেতা শেরে বাংলা ভারতে মুসলমানদের জন্য যে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন ইতিহাসে তা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রের ধরন বলা হয় যুক্ত রাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের রাষ্ট্র পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে।

9. Quit India Movement

৯ আগস্ট, ১৯৪২ মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী ভারতছাড়া আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই দিন মহাত্মা গান্ধী তার জীবনের দীর্ঘ ১৪০ মিনিট ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন– 'আমি অনতিবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা চাই।'

10. India Independent Act

জুলাই ১৯৪৭ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এই আইন পাস করে। এই আইন মোতাবেক-

১১. ভারতের স্বাধীনতা লাভ

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ করাচিতে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন ব্যাটেন কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের কাছে পাকিস্তানের স্বাধীনতার দলিল হস্তান্তর করলে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ দিল্লিতে জওহর লাল নেহেরুর কাছে ভারতের স্বাধীনতার দলিল হস্তান্তর করলে ভারত স্বাধীন হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৪৭ - মার্চ ১৯৭১

১. ভাষা সমস্যা এবং ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)

০১. ভাষা আন্দোলনে প্রথম বাংলা ভাষার পক্ষে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবু হাসিম।

০২. **বাংলা ভাষা সম্পর্কে ডা. মু. শহীদুল্লাহ্ :** ২৪ জুলাই, ১৯৪৭ সালে ডা. মু শহীদুল্লাহ্ 'দৈনিক আজাদ পত্রিকায়' পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এখানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন।

০৩. **উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম সরকারি সিদ্ধান্ত :** ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম সরকারিভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

০৪. **ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন :** ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমকে আহ্বায়ক করে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করা হয়।

০৫. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ :** ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তমদ্দুন নেতা অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়াকে প্রধান করে গঠন করা হয়।

০৬. **ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান :** ১৯৪৮ সালে 'শোনেন হুজুর বাঘের জাত' শিরোনামে অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী রচনা করেন। সুর করেন শেখ লুৎফর রহমান।

০৭ **জাতীয় পরিষদে উত্থাপন :** ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ করাচিতে জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ঐ দিন কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু ৫১/১৫ ভোটে দাবিটি বাতিল হয়ে যায়।

০৮. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ :** ২ মার্চ, ১৯৪৮ সালে শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

০৯. **ভাষার দাবিতে প্রথম হরতাল :** ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে প্রথম হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন শেখ মুজিবসহ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ দিনকে স্মরণে রাখার জন্য ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়।

১০. **ঢাবি সংগ্রাম কমিটি :** ১১ মার্চ, ১৯৫১ আব্দুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

১১. **সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ :** ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়।

১২. **হরতাল ঘোষণা :** কর্মপরিষদ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ঘোষণা করে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়।

১৩. **১৪৪ দারা জারি :** ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ঢাকায় ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৪. **২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা :** ১৯৫২'র ভাষাসৈনিক গাজিউল হকের সভাপতিত্বে ঢাবির আমতলায় ছাত্রসভা শুরু হয়। এই সভায় আব্দুস সামাদ আজাদ 'দশজনী মিছিল' বের করার মধ্য দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার ঘোষণা করে। মিছিলটি প্রাদেশিক পরিষদের (জগন্নাথ হল) দিকে রওনা হয়। ঢাকা জেলা প্রশাসক কেএইচ কোরাইশি গুলি করার নির্দেশ দেন।

১৫. **২১-এর প্রথম শহিদ :** রফিক উদ্দিন।

১৬. **২১-এর প্রথম শহিদ মিনার :** ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে রাজশাহী কলেজে ২১-এর প্রথম শহিদ মিনার তৈরি করা হয়।

১৭. **ঢাকার প্রথম শহিদ মিনার :** ডা. বদরুল আলম এবং ডা. সাঈদ হায়দার মিলে ঢাকার প্রথম শহিদ মিনারের নকশা অঙ্কন করেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রকিফ উদ্দিনের লাশ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই শহিদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ভাষা শহিদ শফিউর রহমানের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান ১০ × ৬ মাপের মিনার উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে সাহিত্যিক আবুল কালাম সামসুদ্দিন দ্বিতীয়বার উদ্বোধন করেন।

১৮. **২১-এর প্রথম কবিতা :** ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে চট্টগ্রামে মাহবুবুল আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শিরোনামে ১৬ পৃষ্ঠার কবিতা লেখেন।

১৯. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১, ২২, ২৩ ফেব্রুয়ারি এটি রচনা করেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী।

২০. **২১-এর প্রথম গান :** ভাষা সংগ্রামী গাজিউল হক 'ভুলবো না, ভুলবো না ২১শে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না' শিরোনামে প্রথম গান রচনা করেন। সুর করেন তার ভাই নিজামুল হক।

২১. **দেশের বাইরে শহিদ মিনার :** ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনে ওল্ডহ্যাম শহরে বিদেশে প্রথম শহিদ মিনার গড়ে তোলা হয়। www.prebd.com

২২. **২১শে সরকারি ছুটি :** ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ সালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ওই বছর থেকেই তা কার্যকর করা হয়।

২৩. **বাংলাদেশের বাইরে ভাষা আন্দোলন :** ১৯ মে, ১৯৬১ সালে আসামে বাঙালিরা 'অসমীয়' ভাষার পাশাপাশি বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য মিছিল করলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ১১ জন নিহত হন। ওই বছরই বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

২৪. **প্রভাতফেরীর প্রথম গান :** ১৯৫৩ সালে ২১-এর প্রথম বার্ষিকীতে প্রভাতফেরীর গান পরিবেশন করা হয়। মুশারফ উদ্দিন আহমদ রচিত গানটির শিরোনাম 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিলো'।

২৫. **২১-এর সংকলন :** 'ওরা প্রাণ দিলো' সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সম্পাদক ছিলেন প্রথমনন্দী।
'২১শে ফেব্রুয়ারি' মার্চ ১৯৫৩ সম্পাদক ছিলেন হাসন হাফিজুর রহমান।

২৬. **ভাষা আন্দোলনের জাদুঘর :** ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দ্বিতীয়তলায় উদ্বোধন করেন।

২. ১৯৫৪-এর নির্বাচন

১. **তারিখ :** ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২. **কৃষক-শ্রমিক পার্টি :** এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ২৭ জুলাই, ১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা KSP নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

৩. **যুক্তফ্রন্ট গঠন :** ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা-ভাসানী চুক্তির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টে মোট ৫টি/৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
   ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ।
   খ. কৃষক-শ্রমিক পার্টি।
   গ. গণতান্ত্রিক দল।
   ঘ. নেজামে ইসলাম।
   ঙ. খেলাফতে রব্বানী পার্টি।

৪. **নির্বাচনের আসন :** মোট আসন রাখা হয় ৩০৯টি। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়। মুসলিমদের জন্য ২৩৭টি এবং অমুসলিমদের জন্য ৭২টি আসন রাখা হয়।

৫. **২১ দফা মেনিফেস্টো :** এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের সহসভাপতি আবুল মনসুর আহমদ ২১ দফা রচনা করেন। এর প্রথম দফা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি।

৬. **প্রতীক :** এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং মুসলিম লীগের হারিকেন।

৭ **ফলাফল :** নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ এককভাবে ১৪৩ আসন পায়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। স্বতন্ত্র পায় ৫টি। স্বতন্ত্র সরকার আবার যুক্তফ্রন্টে যোগ দেওয়ায় ফ্রন্টের আসন হয় ২২৩ + ৫ = ২২৮টি, আবার সংখ্যালঘু ৭২টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট পায় ৯টি আসন।

৮. **সরকার গঠন :** ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলাকে শপথ পড়ালে তার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এন্ড্রয়েড অ্যাপ - জব সার্কুলার

৯. **শেখ মুজিব :** এই নির্বাচনে তিনি ফরিদপুর ১৪নং আসন থেকে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। ১৫ মে শেরে বাংলা শেখ মুজিবকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ পড়ান। তিনি কৃষিঋণ সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন।

১০. **সরকার বরখাস্ত :** আদমজী জুটমিলে উর্দুভাষী শ্রমিকদের সাথে বাংলাভাষী শ্রমিকদের দাঙ্গার অজুহাতে ৩০ মে, ১৯৫৪ শেরে বাংলার সরকারকে ৯২(ক) ধারার প্রয়োগ করে বরখাস্ত করা হয়।

৩. পাকিস্তানের সংবিধান

১. **কার্যকর :** ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বলবৎ করা হয়।

২. **জাতীয় দিবস :** ২৩ মার্চ সংবিধান কার্যকর হওয়ায় ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। ২৩ মার্চ তারিখে সংবিধান বলবৎ করার কারণ হলো এটি লাহোর প্রস্তাব দিবস। একইভাবে ভারতের জাতীয় দিবস ২৬ জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান বলবৎ হয়। ২৬ জানুয়ারি বেছে নেওয়ার কারণ হলো ১৯৩০ সালের এই দিন কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

৩. **সংবিধান বাতিল :** ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন এবং ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ প্রবর্তিত প্রথম সংবিধান বাতিল করা হয়। তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসন নিযুক্ত করেন। ২৩ দিনের মাথায় আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন।

৪. **দ্বিতীয় সংবিধান :** ১ মার্চ, ১৯৬২ আইয়ুব খান পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় সংবিধান কার্যকর করেন।

৫. **দ্বিতীয় সংবিধান বাতিল :** ২৪ মার্চ, ১৯৬৯ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেন। তিনি ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ সামরিক শাসন জারি করে ১৯৬২ সালে আইয়ুব প্রবর্তিত সংবিধান বাতিল করেন।

৪. আইয়ুব খান

৪.১. **শরীফ শিক্ষা কমিশন :** ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এসএ শরীফকে প্রধান করে কমিশন গঠন করেন। ১৯৬২ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টে বিরোধী আন্দোলনকে শিক্ষা আন্দোলন বলে। আন্দোলনের ফলে আইয়ুব রিপোর্ট প্রত্যাহার করেন।

৪.২. **মৌলিক গণতন্ত্র :** ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চার স্তরবিশিষ্ট নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

প্রথম স্তর- ইউনিয়ন পরিষদ,
দ্বিতীয় স্তর- থানা পরিষদ,
তৃতীয় স্তর- জেলা পরিষদ,
চতুর্থ স্তর- বিভাগীয় পরিষদ,

এর মধ্যে শুধু ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। এই সদস্যদের নিয়ে Electoral College বা নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হতো। এদের ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের গণভোটে নির্বাচিত হতেন। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে প্রথম এবং ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল করেন।

৪.৩. **পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫ :** ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়।

১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে সোভিয়েতের উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দে পাক-ভারত চুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

৪.৪. **৬ দফা :**

১. **উপস্থাপন :** ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ সালে লাহোরে নেজামে ইসলাম পার্টি নেতা চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের কনভেনশন ডাকা হয়। কনভেনশনের আলোচ্য সূচি ঠিক করার জন্য সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের নেতারা ৬ দফা প্রত্যাখ্যান করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, '৬ দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ'। ৬ দফাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের 'মহা সনদ' বলে।

২. **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি :** ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ শেখ মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬ দফা অনুমোদন করা হয়।

৩. **আওয়ামী লীগের ৬ দফা :** ১৮-২০ মার্চ, ১৯৬৬ ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে ৬ দফাকে দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪. **আনুষ্ঠানিক উপস্থাপন :** ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোর প্রস্তাব দিবসে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শেখ মুজিব অনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা উত্থাপন করেন।

৫. **দফা দিবস :** ৭ জুন। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফার দাবিতে এবং শেখ মুজিবসহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে প্রথম হরতাল ডাকা হয়। এই দিন ঢাকার তেজগাঁওয়ে ৫ জন এবং নারায়ণগঞ্জে ৬ জনসহ মোট ১১ জন শ্রমিক নেতা মারা যান। এদের স্মরণে ৭ জুন ৬ দফা দিবস পালিত হয়।

৪.৫. আগরতলা মামলা : www.prebd.com

১. **আগরতলা পরিকল্পনা :** ১২-১৫ জুলাই, ১৯৬৭ আওয়ামী লীগ নেতা আলী রেজা এবং স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় ভারতের ব্রিগেডিয়ার মেনন এবং মেজর মিশ্রের সাথে বৈঠক করেন।

২. **পরিকল্পনা ফাঁস :** অক্টোবর ১৯৬৭ পরিকল্পনাকারীদের একজন কর্পোরাল আমির হোসেন ৬৮ পৃষ্ঠায় সকল গোপন তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ফাঁস করে দেয়।

৩. **মামলা দায়ের :** জানুয়ারি ১৯৬৮ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য শিরোনামে ১০০টি অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন।

৪. **ট্রাইব্যুনাল গঠন :** মামলা পরিচালনার জন্য তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

১. চেয়ারম্যান– শেখ আব্দুর রহমান (পাঞ্জাবি)।

২. সদস্য– মকসুমুল হাকিম (খুলনা)।

৩. সদস্য– মজিবর রহমান (সিলেট)।

৫. **শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার :** ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আবার জেল গেটেই গ্রেপ্তার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই মামলা পরিচালনা করা হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।

৬. **শুনানি শুরু :** জুন ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়।

৭. **সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যা :** ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ মামলার ১৭নং আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জানাজা হয় দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে এবং ৩টা ৩০ মিনিটে আজিমপুরে তাকে সমাহিত করা হয়।

৮. **ড. জুহা হত্যা :** ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়।

৯. **মামলা প্রত্যাহার :** ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে সকল নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১০. **বঙ্গবন্ধু উপাধি :** ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদের প্রস্তাবে এবং জনতার সমর্থনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৪.৬. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ :

১. **গঠন :** ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ DUCSU এবং চারটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

১. DUCSU;
২. ছাত্রলীগ;
৩. ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া);
৪. ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন);
৫. ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট (NSF);

২. **কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ :** DUCSU-এর VP এবং ৪টি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোট ১০ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। DUCSU-এর VP তোফায়েল আহমদ পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র নিযুক্ত হন।

৩. **১১ দফা কর্মসূচি :** ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১১ দফার মধ্যে ৩নং দফা ছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা।

৪. **শহিদ আসাদ :** ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ ঢাকা মেডিকেলের সামনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

৫. **শহিদ মতিউর :** ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান শহিদ হন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৪ জানুয়ারিকে 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' ঘোষণা করেন।

৬. **নামকরণ :** ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ পরিষদ–

১. আইয়ুব নগর– শেরে বাংলানগর।
২. আইয়ুব গেট– আসাদ গেট।
৩. আইয়ুব শিশুপার্ক– মতিউর রহমান শিশুপার্ক নামকরণ করে।

৭. **গোলটেবিল বৈঠক :** আইয়ুব খানের আহ্বানে ১৯৬৯ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম এবং ১০ মার্চ, ১৯৬৯ করাচিতে দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্যর্থ হয়।

৫. ইয়াহিয়া খান

২৪ মার্চ, ১৯৬৯ জেনারেল আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ২৫ মার্চ, ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেন। এই দিনই তিনি ১ মার্চ, ১৯৬২ আইয়ুব প্রবর্তিত দ্বিতীয় সংবিধান বাতিল করে দেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং সংবিধান দেবেন বলে ঘোষণা করেন।

৩০ মার্চ, ১৯৭০ নির্বাচনের বিধিমালা হিসেবে ২৭টি অনুচ্ছেদ এবং ৩টি ৩ তফসিল বিশিষ্ট 'The Legal Framework Order' ঘোষণা করেন। একে সংক্ষেপে LFO বলে। এই LFO-এর অধীনে ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন

১. **তারিখ :** ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ বাংলার উপকূলে (গোর্কি নামে) প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে যাওয়ায় উক্ত তারিখে উপকূলীয় আসনগুলোতে নির্বাচন হতে পারেনি। সেখানে ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২. **আসন :** জাতীয় পরিষদে আসন রাখা হয় মোট ৩১৩টি। এর মধ্যে নির্বাচিত ৩০০

সংরক্ষিত মহিলা ১৩

৩১৩টি

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান পায় :

(ক) নির্বাচিত– ১৬২টি

(খ) সংরক্ষিত মহিলা– ৭টি

১৬৯টি

পশ্চিম পাকিস্তান পায় :

(ক) নির্বাচিত– ১৩৮টি

(খ) সংরক্ষিত মহিলা– ৬টি

১৪৪টি

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আসন রাখা হয় ৩০০টি।

৩. **প্রতীক :** আওয়ামী লীগের নৌকা এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির (PPP) তরবারি।

৪. **ইস্তেহার :** এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ৬ দফাকে নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৫. **ফলাফল :** জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন পেলে সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনও লাভ করে। ফলে ১৬০+৭ = ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের একক বৃহত্তর রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ওই দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে PPP ৮৩ + ৪ = ৮৭টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় হয়।

৬. **প্রাদেশিক পরিষদ :** পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে।

পরিচালনায় : বেলাল আহমেদ রাজু

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL
BDNIYOG.COM
COPYRIGHT